

সম্প্রতি সময়ের সবচে আলোচিত শব্দ ক্যাসিনো। ক্যাসিনো আসলে কী? এর সহজ ও সোজা উত্তর হলো জুয়া। আমাদের দেশে জুয়া দ্বারা যা বুঝা যায়; উন্নত দেশে ক্যাসিনো দিয়ে তাই বুঝায়।

এই জুয়া খেলা আজকের ক্যাসিনো আমাদের সমাজে একটি ঘণিত গর্হিত ও অপরাধজনিত একটি কাজ। সকলের সামনে খেলা যায় না, বলা যায় না। আমাদের রাষ্ট্রের বিধান অনুযায়ীও জুয়া বা ক্যাসিনো একটি আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ কাজ। এই ক্যাসিনো বা জুয়া মারাত্মক সামাজিক অপরাধ।

বাংলায় জুয়ার আরবি প্রতিশব্দ মাইসির ও কিমার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সময় জন্মগ্রহণ করেন- সেই সময়টাতে পুরো দুনিয়াতে জুয়া খেলার প্রচলন ছিল। ওই জাহেলিয়াতের যুগে প্রধান খেলার নামই ছিল জুয়া। জুয়া সমাজে এতটাই ব্যাপক ছিল যে, এটাকে মানুষ অপরাধ মনে করতো না। প্রতিটি বাজারে প্রতিটি মেলাতে প্রথম প্রধান আসর ছিলো জুয়ার আসর। এই খেলার প্রতি তাদের এতটাই ঝোঁক ও শখ ছিল যে, জুয়ার বাজিতে কখনো নিজ ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীদের বাজি রাখতো (নাউযুবিল্লাহ)।

জুয়া কাকে বলে?

প্রত্যেক ঐ মুআমালাকে জুয়া বলা হয়, যা লাভ ও লোকশানের মাঝে ঝুলন্ত ও সন্দেহযুক্ত থাকে। [জাওয়াহিরুল ফিকহ-২/৩৩৬]
অর্থাৎ এমন কাজ, যাতে পুরোটাই লাভ, বা পুরোটাই লোকশানের বাজির উপর থাকে। এমন কাজকে জুয়া বলে।

ক্যাসিনো কাকে বলে?

ক্যাসিনো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের জুয়া খেলার একটি নির্দিষ্ট স্থান যাকে বাংলায় জুয়ার আড্ডা বা আসর বলা যায়। কিন্তু সেটা হয় সুবিশাল পরিসরে। সাধারণত ক্যাসিনো এমনভাবে বানানো হয় যে এর সাথে কিংবা পাশাপাশি হোটেল, রেস্টুরেন্ট, শপিংমল, আনন্দভ্রমণ জাহাজ এবং অন্যান্য পর্যটন আকর্ষণ থাকে। কিছু কিছু ক্যাসিনোয় সরাসরি বিনোদন প্রদান যেমন স্ট্যান্ড আপ কমেডি, কনসার্ট, খেলাধুলা ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকে।

জুয়ার হুকুম:

জুয়া খেলা সম্পূর্ণ হারাম কাজ। কুরআনে এটিকে শয়তানী কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। জুয়া একটি সামাজিক ব্যাধিও। এর দ্বারা সামাজিক অবক্ষয় নেমে আসে। পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়।

এটি কবীরা গোনাহ। তাই জুয়ার যাবতীয় কার্যক্রম থেকে প্রতিটি মুসলমানদের বিরত থাকা আবশ্যিক।

بِالْجَوْرِ الصَّبْيَانِ لَعِبِ حَتَّى الْمَيْسِرِ مِنْ فَهُوَ الْقِمَارِ مِنْ شَيْءٍ كُلِّ

প্রত্যেক বাজি মাইছির তথা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত এমনকি শিশুদের হারজিতের খেলাও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। [তাফসীরে ইবনে কাসীর-২/১১৬, সূরা মায়িদা, আয়াত নং-৯০-৯৩]

لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانِ عَمَلٍ مِّن رِّجْسٍ وَالْأَزْلَامُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ آتَاهَا يَا
[৫:৯০] تُفْلِحُونَ

হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিব্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক-যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। [সূরা মায়িদা-৯০]

وَعَنِ اللَّهِ ذِكْرٍ عَن وَيَصُدُّكُمْ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرُ فِي وَالْبَغْضَاءِ الْعَدَاوَةِ بَيْنَكُمْ يُوقِعُ أَنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ إِنَّمَا
[৫:৯১] مَنَّهُوَنَ أَنْتُمْ فَهَلِ الصَّلَاةِ

শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শুক্রতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখন ও কি নিবৃত্ত হবে? [সূরা মায়িদা-৯১]

[২:২১৭] نَفَعَهُمَا مِّنْ أَكْبَرُ وَإِنْهُمَا لِلنَّاسِ وَمَنَافِعُ كَبِيرٌ إِنَّمَا فِيهِمَا قُلٌ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرُ عَنِ يَسْأَلُونَكَ

তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্যে উপকারিতাও রয়েছে, তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়। [সূরা বাকারা-২১৯]

জাহেলিয়াতের যুগে ঘোড়দৌড়েও জুয়ার প্রচলন ছিল। দুই ব্যক্তি ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় নামত এবং পরস্পরে এ চুক্তিতে আবদ্ধ হতো, যে পরাজিত হবে সে বিজয়ীকে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ দেবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একেও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত করে হারাম ঘোষণা করেছেন। (সুনানে আবু দাউদ)

এর থেকে বুঝা গেল আমাদের গ্রাম দেশে ষাড়ের লড়াই, গরুর লড়াই, দুই মোড়গের লড়াই সবই হারাম এবং জুয়ার অন্তর্ভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু জুয়াকেই হারাম করেননি, বরং জুয়ার ইচ্ছা প্রকাশকেও গুনাহ সাব্যস্ত করেছেন। যে ব্যক্তি অপরকে জুয়া খেলার জন্য ডাকবে তাকেও গুনাহর প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে কিছু সদকা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি অপরকে জুয়া খেলার প্রতি আহ্বান করবে, তার উচিত কিছু সদকা করে দেয়া।’ (বুখারি শরিফ)

উল্লিখিত কোরআন হাদিসের দ্বারা এ কথা প্রমাণ হলো যে, আমাদের দেশে খেলাধুলায় যে পরিমাণ অর্থ বাজিধরা হয়, ক্যাসিনো খেলা হয়, পাশা খেলা হয়, যাত্রায় যেসব খেলা হয় সবগুলো জুয়া ও নিষিদ্ধ। কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মুসলমান জেনে বুঝে সজ্ঞানে এই সবগুলো খেলায় মত্ত হতে পারে না।

মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এই সমস্ত ব্যাধী থেকে হেফাজত করুন।। **আমীন।।**

ঢাকা মসজিদের শহর। এই শহরে যত মসজিদ আছে, বলা হয় বিশ্বের অন্য কোনো শহরে এত মসজিদ নেই। এটা ঢাকার অত্যন্ত সম্মানজনক বিশেষ একটি পরিচিতি এবং এজন্য বাংলাদেশের মানুষ গর্ব করে থাকে। বিশ্বে অর্ধশতাধিক মুসলিম দেশ আছে। সে সব দেশে রাজধানী ছাড়াও বহু বড় বড় শহর আছে। কিন্তু কোনো শহরেই এত মসজিদ নেই। মসজিদের অধিক্য ঢাকার ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এই ঐতিহ্য, এই গৌরবময় পরিচিতি আজ ম্লান, মসলিপ্ত। এই শহর এখন [ক্যাসিনো](#) জুয়ার শহর হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে। সম্প্রতি [ক্যাসিনো](#) জুয়ার বিরুদ্ধে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানে বিভিন্ন ক্লাব ও স্থানে অবৈধ [ক্যাসিনো](#)র সন্ধান পাওয়া গেছে। ঢাকার ৬০টি ক্লাবে [ক্যাসিনো](#) আছে বলে জানা গেছে। এক খবরে বলা হয়েছে, এই ৬০টি [ক্যাসিনো](#)তে দৈনিক লেনদেনের পরিমাণ গড়ে ৫০০ কোটি টাকার উপরে। ঢাকার বাইরের ক্লাবগুলোকে গণনায় আনলে এর পরিমাণ দাঁড়াবে হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি। ক্লাবগুলো ছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা প্রভৃতি বড় শহরে আরো বহু [ক্যাসিনো](#) জুয়ার আড্ডা বা স্থান রয়েছে। ঢাকাতে অন্তত ২৫টি ফ্ল্যাটে [ক্যাসিনো](#)র সন্ধান পেয়েছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এ ধরনের [ক্যাসিনো](#)র আরো খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। কেমন করে মসজিদের শহর [ক্যাসিনো](#) জুয়ার শহরে পরিণত হয়ে গেল, সেটা একটা বড় বিষয়।

এ পর্যন্ত যেসব জায়গায় অভিযান চালানো হয়েছে, তার প্রায় প্রতিটি থেকেই [ক্যাসিনো](#) সরঞ্জাম, অস্ত্র, মদ ও টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যারা মূলত: সরকারি দল ও তার অঙ্গ সংগঠনের পরিচয়ধারী। শোনা যাচ্ছে, তাদের অনেকের সাথেই নেতৃস্থানীয় লোকদের সম্পর্ক আছে। ক্ষমতার অপব্যবহার বা বদহজম কীভাবে ধরাকে সরাজ্ঞান করার দুঃসাহস যোগায়, [ক্যাসিনো](#) কাল্ডে তার জাজল্যমান প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতদিনের রাজা-বাদশা-সম্রাটদের অনেকেরই এখন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। কয়েকশ নাকি এর মধ্যেই দেশ ছেড়ে ভেগে গেছে। ক্ষমতা ও অর্থ-বিশ্বের দৌর্দন্ড প্রতাপে যাদের মাটিতে পা পড়তো না, তারা এখন দৌঁড়ের ওপর, পালানোর জায়গা পাওয়াও তাদের জন্য অসম্ভবপ্রায়। ভাগ্যের পরিহাস বোধকরি একেই বলে।

কীভাবে [ক্যাসিনো](#) ‘কালচার’ ঢাকাসহ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো, এর সূচনা যখনই হয়ে থাকুক, এটা সত্য, ক্ষমতাসীন দলের এক শ্রেণির নেতাকর্মী, প্রশাসন ও পুলিশের কিছু কর্মকর্তার আশ্রয়-প্রশ্রয় ও যোগসাজসেই গত ১০-১২ বছরে এই অবৈধ কারবার সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। জুয়া মানে টাকার খেলা। নানা নামে বিশ্বে দেশে দেশে জুয়া চালু আছে। আমাদের দেশেও আছে। বলা হয়, জুয়ার একটি উন্নত সংস্করণ হলো [ক্যাসিনো](#)। যদিও এর উদ্ভব ইটালিতে ১৬৩৮ সালে। এরপর ইউরোপ থেকে এশিয়াসহ নানা দেশে তা বিস্তার লাভ করেছে। দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর

মধ্যে [ক্যাসিনো](#) জুয়ায় শ্রীলঙ্কা, নেপাল, সিঙ্গাপুর পরিচিত ছিল। ভারতে এবং বাংলাদেশেও এর চর্চা চালু আছে। ব্যতিক্রম থাকলেও [ক্যাসিনো](#)তে মদ-জুয়া-নারী থাকবেই। যেহেতু জুয়া টাকার খেলা, সুতরাং এ খেলায় কেউ জিতবে কেউ হারবে। আর সবার কথা হলো, সার কথা হলো, যারা এর আয়োজক আখেরে তারাই জিতবে। জুয়ার সঙ্গে বিভিন্ন অপকর্ম ও অপরাধের ওতপ্রোত সম্পর্ক। জুয়ায়, মদে, অর্থে, নারীতে, সমাজ ও মানুষের অপকার ও ক্ষতি অবধারিত। এ কারণে সব দেশে ও সমাজেই এ সবের ওপর একটি নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্য করা যায়। ইসলামে এসবই পরিষ্কার হারাম।

হাজার হাজার বছর আগেও জুয়ার প্রচলন ছিল। কত রকমের যে প্রচলন ছিল, তার ইয়ত্তা নেই। এখনো শত শত রকমের জুয়ার প্রচলন রয়েছে। অর্থ জুয়ার প্রধান অনুসঙ্গ হলো অন্যান্য অনুসঙ্গও যুক্ত হয়েছে। জুয়া, মদ [ইত্যাদি](#) শয়তানের নিকৃষ্ট কাজ। এতে মানুষের হিতের কিছু নেই। জুয়ায় সর্বশান্ত হওয়া অতি স্বাভাবিক ও সাধারণ ঘটনা। টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদ, জমি-জিরাত খোয়ানো তো বটেই, এমনকি স্ত্রী খোয়ানোর ঘটনাও বিরল নয়। সবকিছু হারিয়ে অনেক সময় জুয়ারির আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে দেখা যায়। মদ-জুয়া মানুষের শত্রু, মানব সভ্যতার শত্রু, মানবতার শত্রু। ইসলাম মদ-জুয়াকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে। পবিত্র কোরআনের সুরা মায়েদার ৯০-৯১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : হে বিশ্বাসীরা, মদ, জুয়া, মূর্তি ও ভাগ্য পরীক্ষার তীর ঘৃণ্য বস্তুধারী, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো। শয়তান তো মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং আল্লাহর ধ্যানে ও নামাজে তোমাদের বাধা দিতে চায়।

এই আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে আল্লাহপাক অত্যন্ত দ্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, মদ, জুয়া [ইত্যাদি](#) শয়তানের কাজ। শয়তান এর দ্বারা মানুষের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ছড়াতে চায়, আল্লাহর ধ্যান ও নামাজ থেকে বিরত রাখতে চায়। সুতরাং আল্লাহর স্পষ্ট নির্দেশ, মদ-জুয়া বর্জন করো। তাহলে সফল হতে পারো।

রাসুলুল্লাহ (স.) জুয়া খেলা তো দূরের কথা, সেদিকে আহ্বান জানালেও তার কাফফারা স্বরূপ সাদকা দেওয়ার কথা বলেছেন। তিনি জানিয়েছেন, যে লোক তার সাথীকে আহ্বান করে ‘এসো তোমার সঙ্গে জুয়া খেলবো, এর কাফফারা স্বরূপ সাদকা দেয়া উচিত। শুধু তাই নয়, তিনি জুয়ারীদের সালাম দিতেও নিষেধ করেছেন। বলেছেন- পাশা, সতরঞ্জ আর অলসতা সৃষ্টিকারী খেলায় মত্ত লোকদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সালাম দিও না। অনুরূপভাবে মদ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, মদ থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, এটা সমস্ত অশ্লীলতার উৎস। তিনি আরো বলেছেন, মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি মূর্তি পূজকের সমান।

বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান দেশ। এর ৯০ শতাংশ মানুষ ইসলামের অনুসারী। সেই দেশে জুয়া-মদের এভাবে সয়লাব বয়ে যাবে। সেটা কল্পনাও করা যায় না। অথচ অকল্পনীয় এই বাস্তবতা দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলাম থেকে কতটা বিমুখ হলে, নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ থেকে কতটা দূরে সরে গেলে এমনটি হয়, সহজেই অনুমেয়। এটা দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের জন্য কতটা ভয়াবহতার অশনীসংকেত, তা বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। অন্যায়, অপরাধ, অপকর্মের একটা অভয়ক্ষেত্র হয়ে উঠছে দেশ। এর খেসারাতও দিতে হচ্ছে নানাভাবে। খুন, অপহরণ, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দুর্নিতি-দুষ্কর্ম, ধর্ষণ [ইত্যাদি](#)তে মানুষ অতিষ্ঠ। এখনই শাসকদের, সমাজ পরিচালকদের সচেতন-শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি না পেলে

এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া না হলে আরো খেসারত দিতে হতে পারে। আর সকলকে সাবধান হতে হবে যা পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বৈরিতা সৃষ্টি করে। আল্লাহর স্বরণ ও নামাজ থেকে বিরত রাখে। অতএব সেই মদ জুয়ার ধারে কাছেও যাওয়া যাবে না।

মদ, জুয়া ও লটারীর কুফল

মদ, জুয়া, লটারী, সামাজিক অনাচার এবং মারাত্মক অপরাধ। মানুষকে অনিয়ম ও অনৈতিক কাজ করার জন্যে যে সমস্ত জিনিস উদ্ভুদ্ধ এবং উৎসাহিত করে, সমাজকে করে ক্ষত-বিক্ষত, যুবসমাজ হয় বিপদগামী, তারই অপর নাম মদ, জুয়া ও লটারী। এই তিনটি জিনিসকে আল-কুরআনে অশ্লীল ও শয়তানের কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর মহান আল্লাহপাক মদ, জুয়া ও লটারীকে নিষেধ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, (হে রাসূল (সা.))! মানুষ আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, উভয়ের মধ্যেই রয়েছে মহাপাপ। যদিও তাতে মানুষের জন্যে কিছুটা উপকারিতাও রয়েছে কিন্তু তাতে উপকারের চাইতে পাপের মাত্রাই বেশি। (২ সূরা বাক্বারা : ২১৯)।

আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন, হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, পূজার বেদী (মূর্তি) ও লটারী এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ। তোমরা তা হতে বিরত থাক। আশা করা যায়, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। (৫ সূরা মায়িদা : ৯০)। মদ, জুয়ার প্রতি শয়তান আহ্বান জানায়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় এবং আল্লাহর যিকির ও সালাত হতে তোমাদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে। তাই তোমরা এসব জিনিস হতে বিরত থাকবে কি? (৫ সূরা মায়িদা : ৯১)। দুনিয়াতে মদ পানকারী আখেরাতের সমূহকল্যাণ থেকে বঞ্চিত। পবিত্র হাদিস শরীফে এসেছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে লোক দুনিয়ায় মদ পান করল, অতঃপর তা থেকে তওবা করল না, সে আখেরাতে তা থেকে বঞ্চিত হবে। (নাসায়ী- ৫৬৭১, ইবনে মাজাহ-৩৩৭৩)।

মদের আধিক্য পাওয়া কেয়ামতের আলামত। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদের কাছে এমন একটি হাদিস বর্ণনা করব, যা আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি এবং আমার পরে তোমাদের কাছে কেউ তা বর্ণনা করেনি। আমি তাঁর কাছে শুনেছি যে, কিয়ামতের আলামতসমূহের অন্যতম হচ্ছে ইলম উঠে যাবে, মূর্খতা প্রকাশ পাবে, যিনা বিস্তৃত হবে, মদ্যপান প্রচলিত হবে, পুরুষ (এর সংখ্যা) হ্রাস পাবে, নারীরা অবশিষ্ট থাকবে, এমনকি পঞ্চাশজন নারীর জন্য একজন পুরুষ তত্ত্বাবধায়ক থাকবে। (মুসলিম ৭ম অঃ ইন্ম পৃ: ১৮০)।

মদের সাথে সম্পৃক্ত দশ ব্যক্তির উপর লা'নত। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) মদের সাথে সম্পর্কিত দশ শ্রেণির লোকদের প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন, তারা হলো : ১. মদ প্রস্তুতকারী ২. মদ প্রস্তুতের পরামর্শদাতা ৩. মদ পানকারী ৪. মদ বহনকারী ৫. যার নিকট মদ বহন করা হয় ৬. মদ পরিবেশনকারী ৭. মদ বিক্রেতা ৮. মদের মূল্য গ্রহণকারী ৯. মদ ক্রয়-বিক্রয়কারী ১০. যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়। (ইবনে মাজাহ-৩৩৮১, তিরমিযী- ১২৯৫)।

ক্যাসিনো : মদ্যপ, জুয়াড়ি ও যৌনাচারের আখড়া

-আব্দুল্লাহ আল-মামুন*

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি,
সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি।

এই কবিতাটি যতবার শুনি এক ভিন্ন রকমের গর্ব আর আনন্দে মন ভরে যায়। মনের গহীনে শুধু বাজতে থাকে আমি ধন্য এই ‘বাংলাদেশ’ নামক সোনার দেশে জন্মে। ভাবলেই মনটা ভরে যায় আমি বাংলাদেশের নাগরিক। নাগরিকত্ব প্রকাশের সময় গর্ব আর অহংকারমাখা মুখে বলি, ‘আমি বাংলাদেশী’। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা অবলোকন করে অন্তর থেকে কান্নার প্রবণ প্রবাহিত হয়। হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়। ভিতরটা ফেঁটে যায়। কী ছিলাম? কী হলাম? কী ছিল? কী হল? ইত্যাদি প্রশ্ন ধেঁয়ে আসে মনের ভেতর। বর্তমান দেশে সর্বাস্থে ব্যথা পরিস্থিতি বিরাজমান। প্রতিদিনের পত্র-পত্রিকার কলাম দেখলে দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট দৃষ্টির সম্মুখে চলে আসে। জনৈক কবি যথার্থই বলেছেন, ‘এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না’। কেননা খুন, ধর্ষণ, দুর্নীতি, চাঁদাবাজ ইত্যাদির সাথে নতুন করে যুক্ত হয়েছে ‘ক্যাসিনো’ কাণ্ড।

‘ক্যাসিনো’ শব্দটি দেখে আঁতকে উঠলেন না তো! এটা এখন আর আঁতকে উঠার মত কোন কথা নয়! কয়েকদিন আগেই এই শব্দটির সাথে আমি আপনি পরিচিত ছিলাম না। এমনকি আমাদের সমাজও না। কিন্তু বর্তমানে ৭ বছরের ঐ ছোট্ট শিশুটির মাথায়ও ঠাই পেয়েছে ‘ক্যাসিনো’ শব্দটি। চলুন দেখা যাক, ক্যাসিনো কী? কোথা থেকেই বা আসল? এর ভাল-মন্দ দিকই বা কী আছে?

‘ক্যাসিনো’ ইতালীয় ভাষার শব্দ। মূল ‘ক্যাসা’, যার অর্থ ঘর। ক্যাসিনো বলতে ভিলা, গ্রীষ্মকালীন ঘর কিংবা সামাজিক ক্লাবকে বোঝানো হত। ১৯ শতকের দিকে ক্যাসিনো বলতে এমন সব ভবনকে বোঝান হত, যেখানে আনন্দদায়ক কাজকর্ম হত। যেমন নগরের সামাজিক অনুষ্ঠান, যেখানে নাচ, গান, জুয়া ও ক্রীড়ার ব্যবস্থা থাকে।[১] জার্মান ও স্প্যানিশ ভাষায় ক্যাসিনো দ্বারা অফিসার মেস বোঝান হয়।

ক্যাসিনো হচ্ছে জুয়া খেলার নির্দিষ্ট আসর, সাধারণত নামি হোটেল, রেস্টুরেন্ট, শপিং মল, দর্শনীয় স্থানের সাথে বা কাছেই এর অবস্থান থাকে। অনেক ক্যাসিনোতে আবার লাইভ রিয়েলিটি শো, কমেডি শো-এর ব্যবস্থা থাকে। সাথে এক্সটিক (ভাড়া পাওয়া যায় এমন মেয়ে/ছেলে) সার্ভিসও থাকে। ক্যাসিনোতে সুন্দরী মডেল কিংবা পার্টি গার্ল জুয়া খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিয়ে থাকে। মূলত ক্যাসিনো সরকার নিয়ন্ত্রিত জুয়া খেলার আসর। এটি স্থাপিত হওয়ার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। আগে ভারতীয় উপমহাদেশে জুয়া খেলা হত অনিয়ন্ত্রিতভাবে, যেখানে-সেখানে। তাই এ অনিয়ন্ত্রিত জুয়াকে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে নিয়ে আসার জন্য সরকারীভাবে স্থাপন করা

হয় ক্যাসিনো। এটি স্থাপনের আরও একটি কারণ ছিল জুয়া থেকে সরকারী লভ্যাংশ ও শুদ্ধ নিশ্চিত করা।[২]

মূলত ‘ক্যাসিনো’ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের জুয়া খেলার একটি নির্দিষ্ট স্থান, যাকে বাংলায় ‘জুয়ার আখড়া’ বললেও ভুল হবে না। কিন্তু সেটা হয় সুবিশাল পরিসরে। সাধারণত ক্যাসিনো এমন পন্থায় বানানো হয় যে, এর সাথে কিংবা পাশাপাশি হোটেল, খামারবাড়ি, প্রাসাদ, রেস্টুরেন্ট, শপিংমল, আনন্দ ভ্রমণ জাহাজ, পিকনিক স্পট, মেলার স্থান এবং অন্যান্য পর্যটন আকর্ষণ ঘেষে থাকে।

সব ক্যাসিনোই শুধু জুয়া খেলার কাজে ব্যবহার করা হয় না। ক্যালিফোর্নিয়ার শান্তা কাতালিনা দ্বীপের ‘কাতালিনা ক্যাসিনো’-তে কখনো জুয়া খেলা হয়নি। কোপেনহেগেন ক্যাসিনো একটি থিয়েটার হিসাবে ব্যবহৃত হত। ফিনল্যান্ডের ‘হাংকো ক্যাসিনো’তেও কখনো জুয়া খেলা হয়নি। এটি ১৯ শতকের শেষের দিকে রিসোর্ট হিসাবে ব্যবহৃত হত। বর্তমানে এটি রেস্টোরা হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু আমার সোনার বাংলায় ক্যাসিনোগুলোতে উল্লেখিত দেশের সকল ক্যাসিনোর সকল সরঞ্জামসহ বর্তমানে নানান সরঞ্জাম সংযোজনে জুয়ার এক মহা আড্ডাখানায় রূপ নিয়েছে। যার কারণেই তো আমরা অনন্য। তাদের কালচারের সাথে নতুন কিছু যুক্ত না করলে আমরা আধুনিক বাঙ্গালি হতে পারলাম কিভাবে? তাইতো অত্যন্ত চালাকির সাথে যুক্ত করেছি জুয়া।

জুয়ার প্রকৃত উৎস স্থলটা একদমই অজানা। ইতিহাসের প্রায় সব সমাজেই কোন না কোনরূপে জুয়ার প্রচলন ছিল। প্রাচীন গ্রীক-রোমান সহ নেপোলিয়ানের ফ্রান্স থেকে বর্তমান বাংলাদেশ সবখানেই জুয়ার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম জুয়া ক্যাসিনো ইউরোপের ভেনিস, ইতালিতে ১৬৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। যার উদ্দেশ্য ছিল কার্নিভাল সিজনের জুয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা। তবে সামাজিক অবক্ষয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৭৭৪ সালে তা বন্ধ করে দেয়া হয়।[৩]

আমেরিকার চারটি প্রধান শহর নিউ অরেলিন্স, সেন্ট লুইস, শিকাগো, সানফ্রান্সিস্কোতে স্যালুন নামে জুয়াবাড়ি স্থাপিত হয়। এসব স্যালুনে এসে গ্রাহকরা মদ পান করত, আড্ডা দিত এবং প্রায়শই জুয়া খেলত। ১৯৩১ সালে নেভাদায় জুয়া খেলাকে বৈধ করা হলে সেখানে প্রথম বৈধ আমেরিকান ক্যাসিনো নির্মিত হয়। ১৯৭৬ সালে নিউ জার্সি আটলান্টিক শহরে জুয়া খেলা অনুমোদন করে। এটা বর্তমানে আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহৎ জুয়াড়ি শহর। খরিদারেরা ক্যাসিনো গেমস দ্বারা জুয়া খেলে থাকে। এই বাজে খেলায় অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাও প্রয়োজন হয়। অধিকাংশ মানুষ অনভিজ্ঞতার বেড়াজালে পড়ে। ফলে জুয়া কর্তৃপক্ষই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লাভবান হয়। নিঃস্ব হয় সেই নোংরা মানসিকতাসম্পন্ন জুয়াড়ি ব্যক্তিগুলো।

স্লট মেশিন বা ভিডিও লটারি মেশিন ক্যাসিনোর অন্যতম জনপ্রিয় জুয়া খেলা। যুবক থেকে বৃদ্ধ বয়সীদের দেখা মিলে এসব ক্যাসিনোতে। তারা কোটি কোটি টাকা ওড়াতে আর মনোরঞ্জন করতে এখানে আসে। বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত কিছু ক্যাসিনো হল- ভেনিস শহরে ‘রীডাক ক্যাসিনো’,

আমেরিকার ‘স্যালস ক্যাসিনো’, চীনের ‘দ্য ভ্যালেন্সিয়ারন ক্যাসিনো’ ও ‘ম্যাকাও ক্যাসিনো’, যুক্তরাষ্ট্রের ‘ফক্সীডস রিসোর্ট ক্যাসিনো’, নেপালের ‘নেপাল ক্যাসিনোস’, ‘ক্যাসিনো ইন নেপাল’, ‘ক্যাসিনো সিয়াংগ্রি’, ‘ক্যাসিনো অ্যানা’, ‘ক্যাসিনো এভারেস্ট’ ও ‘ক্যাসিনো রয়েল’। এছাড়াও এশিয়া প্যাসিফিক জোনেও এধরনের আরো ১৭ টি ক্যাসিনো রয়েছে। এসব জুয়ার আসরে মজার খেলাধুলোর মধ্যে রয়েছে পোকার (জুজু খেলা), বাক্সারট (বাজি ধরে তাস খেলা), রুলেট, পন্টুন, ফ্লাশ, বিট, ডিলার, ব্লাক জ্যাক এবং কার্ড স্লট মেশিনের খেলা। যেসবের পিছনে ওড়ানো হয় কোটি কোটি ডলার। ২৪ ঘণ্টা ধরেই চলে এসব জুয়ার আসর। অনেকে এক রাতেই রাজ্যের রাজা বনে যান, আবার অনেকেই হয়ে যান রাস্তার ফকীর। এগুলো প্রতিটি ক্যাসিনোতে আগ্রহীরা পরিবার-বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসে। রাতভর জুয়ার পাশাপাশি নারী আর মদের নেশায় মত্ত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে ক্যাসিনো

বেশ কয়েক বছর পূর্বে বাংলাদেশের মানুষ ক্যাসিনো কী জিনিস হয়তো সেটা জানতো না বা বুঝত না। এটা এতোটা খোলামেলা ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে আনুষ্ঠানিক ক্যাসিনো-এর খোঁজ পাওয়া যায়। দেশের অলিতে গলিতে এর দেখা মিলে। র্যাব-১ এর অভিযানে রাজধানীর ফকিরাপুলে ইয়ংমেন্স ক্লাব, শাহজাহানপুরের মুক্তিযোদ্ধা চিত্তবিনোদন ক্লাব, ওয়ান্ডারার্স ক্লাব ও বনানীতে কয়েকটি ক্যাসিনোর সন্ধান পাওয়া যায়। র্যাবের হিসাব মতে, বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৬০টিরও বেশি ক্যাসিনো রয়েছে। যেখানে প্রতিরাতে ১২০ কোটি টাকার লেনদেন হয়। যেখানে জুয়ার পাশাপাশি নানা অনৈতিক কর্মকা- পরিচালিত হয়ে থাকে। গভীর রাতে আসতে শুরু করে বিত্তবানদের গাড়ি। তাদের সঙ্গে থাকে সিনেমার উঠতি নায়িকা বয়সী থেকে শুরু করে নামিদামি মডেল। এসব মডেল-অভিনেত্রী জুয়ার আস্তানায় ‘এক্সট গার্ল’ হিসাবে পরিচিত।[৪]

জুয়া আমাদের সমাজে অতি পরিচিত একটি শব্দ। সমাজের আনাচে-কানাচে এর প্রভাব না থাকলেও চুরি ছলনা করে বাংলার বহু অংশে জুয়ার দেখা মিলে। তবে বহু বছর আগে এর প্রচলন খুব কম ছিল। কিন্তু কয়েক বছর থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উদ্যাপনকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্যের বস্তাপচা সার্কাস নামক সংস্কৃতির প্রধান উপকরণ হয়ে উঠেছে জুয়ার আসর। বিভিন্ন স্থানে মেলা বসিয়ে এসব জুয়ার প্রচলন আছে এখনও। মানুষ দেখেও না দেখার ভান করে চলতে থাকে এসব জুয়া। ছোট বড় সকলের পদচারণা রয়েছে এসব জুয়ার ঘরে। এসব জুয়ার বোর্ডে ১০০ টাকা দিলে মিলে যায় ২০০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা। টাকার মোহে শেষ পর্যন্ত হয় পকেট ফাঁকা। এমনকি স্ত্রীর গহনা বিক্রি করেও এই জুয়া নামক ভয়ংকর কর্মকা-ে ইনভেস্ট করে জুয়াড়িরা। সর্বোপরি বউকে বাজি রেখে এসব খেলা চালিয়ে যায় সেই বিকৃতমনা পশুগুলো।

গরীবের জন্য রয়েছে এসব জুয়ার বোর্ড লুডু ছক্কা তাস। আর অটেল সম্পদের মালিক টাকাওয়ালারা হয় ক্যাসিনোর গ্রাহক। বড়লোক ঘরের দুলালরা তাদের বাবার অথবা স্বীয় অবৈধ

উপার্জনের টাকা দিয়ে শপিং শেষে একটু রিফ্রেশমেন্ট কিংবা টাইম পাস করার জন্য যায় ক্যাসিনোতে। নিয়মিত ভরা পকেট নিয়ে যায় আর ফিরে আসে যথারীতি খালি পকেটে। এখানে কিছু কিছু খেলায় গাণিতিকভাবে খেলোয়াড়ের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, তার জেতার সম্ভাবনা রয়েছে। মূলত এসব যুক্তিই একজন জুয়াড়ি খেলোয়াড়কে অনেক সময় ধরে খেলায় জিইয়ে রাখে। সে ধরে নেই যে, সে জিতবেই অথবা জেতার সম্ভাবনা রয়েছে। ক্যাসিনোর কিছু কিছু খেলায় গ্রাহকরা একে অপরের বিপক্ষে বাজি ধরার সুযোগ পায়। এখানে ক্যাসিনো কর্তৃপক্ষ কিছু কমিশন নেয়। একে ‘র‍্যাক’ বলা হয়ে থাকে। এছাড়াও গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে নানা প্রকার অফার দেয়া হয়। এসব ক্যাসিনোতে জুয়ার পাশাপাশি মদ ও দুধ দুটোই রয়েছে। সুশীল সমাজের সভ্য লোকটি দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে কোলে পিঠে নৃত্যশিল্পী নিয়ে জুয়াকে জমিয়ে রেখেছে, আর সমাজের আরেক ক্যান্সার জাতি নেশাখোররা মদের গ্লাস হাতে নিয়ে ধেই ধেই করে পলকের মাঝে হাজার লক্ষ কোটি টাকা উজাড় করছে। লেখক রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, ‘যে মাঠ থেকে এসেছিল স্বাধীনতার ডাক, সেই মাঠে আজ বসে নেশার হাট’। এক কথায় ধনী থেকে গরীব হওয়ার সহজ উপায় হল এই ক্যাসিনো।

জনমনে প্রশ্ন হল- এই কটু শব্দ ক্যাসিনোর মত প্রকট ঘৃণিত খেলা আমার সোনার বাংলায় আসলো কোথা থেকে?

সবচেয়ে বড় কারণ হল আমদানী নীতিতে আমদানী নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকায় ক্যাসিনো যন্ত্রপাতি নেই। নানান ধরনের পণ্যের চালানে একটি দু’টি করে ক্যাসিনোর স্লট মেশিন, পোকার মেশিন, টেবিল, চিপসহ বিভিন্ন ক্যাসিনো সরঞ্জাম আমদানী করা হয়। ক্যাসিনো যন্ত্রপাতি আমদানী করেছে এমন ছয়টি প্রতিষ্ঠানের খোঁজ পেয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) শুক্ল গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। প্রতিষ্ঠানগুলো হল- সিক্স সি করপোরেশন, নিনাদ ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, বেস্ট টাইবুন এন্টারপ্রাইজ, নিউ হোপ অ্যাগ্রোটেক লিমিটেড, পুষ্পিতা এন্টারপ্রাইজ, এ বি ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল।[৫]

গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি বিভাগের অধ্যাপক এ আই মাহবুব উদ্দিন আহমেদ প্রথম আলোকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ‘ডাইজ ফাংশনাল ল’ নিয়ে যথার্থ বলেছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা আইন ও নিয়মকানুন তৈরি করি একটি পর্যায় পর্যন্ত। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে যদি আইন পরিবর্তন করা না হয়, তাহলে আইন টিকে থাকে শুধু বাহ্যিকভাবে। বাস্তবে তা কার্যকর থাকে না’। বাহ্যিকত্বের সংবিধানে জুয়া নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল বটে কিন্তু কী লাভ হয়েছে? সেই নিরুৎসাহিতকরণ আজও আইনে রূপান্তরিত হয়নি। যার দরুন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সূত্রে জানা গেছে, ২০১৫ সাল থেকে ২০১৮ সালের আমদানী নীতিতে আমদানী নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত আমদানী পণ্যের তালিকায় ক্যাসিনোতে ব্যবহার করা হয়, এমন পণ্যের নাম নেই। সুতরাং ক্যাসিনোতে যেসব পণ্য ব্যবহার করা হয় তা আমদানী নিষিদ্ধ নয়। নতুন নীতিমালা না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান নীতিমালায় অনুসরণ করছে এনবিআর। যাকে বলা

হচ্ছে ‘ডাইজ ফাংশনাল ল’। ফলে সকল প্রকার আইন মেনেই স্প্রে মেশিন, ব্যায়ামের যন্ত্রপাতি, মেডিকেল যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সাথে আমাদানী হচ্ছে ক্যাসিনোর যন্ত্রপাতি।

আমাদের যুব সমাজের রন্ধে রন্ধে আজ পাপাচার বাসা বেঁধেছে। যার ফলে খুব অল্প সময়ের মাঝে আমাদের সমাজটা নিমজ্জিত হতে যাচ্ছে এক মহাদুর্যোগের দিকে। ‘দের অয়ে দুরুস্ত অয়ে’ তথা দেরিতে হলেও সঠিক হয়েছে সেটিই সবচেয়ে আশার সংবাদ। এতদিন কোথায় ছিলাম, আগে কেন হয়নি, কেউ করেনি কেন, প্রশাসন কোথায় ছিল, এসব আর বলতে চাই না। বলতে চাই সমাধানের কথা; কোথাও কোন জুয়াড়ি কর্মকা- অবলোকন করলে প্রশাসনকে জানান। যথাসম্ভব নিজেই প্রতিবাদ করুন। এই বাজে অভ্যাসে আপনি স্বয়ং জড়িত থাকলে আজই তা পরিহার করুন। সঠিক উপায়ে আয় উপার্জন করুন, ইনশাআল্লাহ বাজে পথে ব্যয় করতে মন চাইবে না। নিজের জন্য প্রয়োজনীয় নিজের কাজটা যখন নিজেই করবেন, তখন বোধদয় হবে তা কতটা মূল্যবান। আজকে সকালেই নতুন আশায় বুক বাঁধুন। কবি নাজিম হিকমতের কথায় বলতে চাই, ‘যে সমুদ্র সব থেকে সুন্দর, তা আজও আমরা দেখিনি’।

যে ভাল সময় আমরা চাই তা আজও দেখা মিলেনি। রাশি রাশি দুঃখ শেষে একদিন দুঃখের অবসান ঘটবে। আপনার আমার দ্বারাই কলঙ্কমুক্ত হবে সমাজ। বেঁচে যাবেন আপনি, রক্ষা পাবে আপনার সন্তান। ইনশাআল্লাহ, আল্লাহই মানুষকে পৌঁছে দিবেন দুঃসময় থেকে সুসময়ে। তবে রাস্তার ধারের টংয়ে বসে দিনের আলোয় জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলো গায়ে নিতে চাইলে ভিন্ন কথা।

ইসলামে ক্যাসিনোর বিধান

ইসলামপূর্ব মূর্খতার যুগে মদ ও জুয়াবাজিতে সয়লাব ছিল সমাজ। তখন লোকেরা জুয়া-বাজিতে মারাত্মকভাবে অভ্যস্ত ছিল। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, নিজ স্ত্রী-সন্তান ও ভিটে-মাটির ওপর বাজি ধরতেও কুণ্ঠিত হত না। হেরে গিয়ে চিন্তাক্লিষ্ট ও হতাশাগ্রস্ত হত। যখন দেখত তার সম্পদ অন্যের হাতে, তখন শুরু হত বিজয়ীর সঙ্গে বিরোধ, শত্রুতা ও বিদ্বেষ। এভাবে সমাজের পরিস্থিতি ক্রমশ অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছিল। বর্তমান বিশ্বেও যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। বলা যায় মূর্খতার যুগকেও হার মানিয়েছে।

মূলত লাভ ও লোকসানের মাঝে ঝুলন্ত ও সন্দেহযুক্ত প্রত্যেক বৈষয়িক বিষয়কে জুয়া বলে। অর্থাৎ এমন কাজ, যাতে সম্পূর্ণটাই লাভ বা গোটাটাই লোকসানের বাজির উপর থাকে। আর শরী‘আতের পরিভাষায় জুয়া হল ‘প্রত্যেক ঐ জিনিস, যা আল্লাহর ঘিকর ও ছালাত থেকে ভুলিয়ে রাখে।[৬] ইসলামী শরী‘আতে এটি একটি হারাম কাজ। পবিত্র কুরআনে এটাকে ‘শয়তানের কাজ’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। জুয়া একটি সামাজিক ব্যাধিও বটে। ক্যাসিনো বা জুয়ার মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়। ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জীবনবিধান। স্রষ্টা হিসাবে আল্লাহই ভাল জানেন মানবজাতির জন্য কোন্ বিধান কল্যাণকর, আর

কোন্টি অকল্যাণকর। আল্লাহ তা‘আলা জুয়াকে সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوا الشَّيْطَانَ عَمَلٍ مِّنْ رَّجْسٍ الْأَرْلَامُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ وَالْخَمْرُ إِنَّمَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
اللَّهُ ذِكْرٍ عَنِ يَصْدُكُمْ وَالْمَيْسِرِ وَالْخَمْرِ فِي الْبَغْضَاءِ وَالْعَدَاوَةِ بَيْنَكُمْ يُوقِعَ أَنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ إِنَّمَا-تُفْلِحُونَ
نَتَّبِعُونَمُ أَنْتُمْ فَهَلْ الصَّلَاةُ عَنِ وَ

‘হে মুমিনগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কাজ। অতএব এগুলো থেকে বিরত থাক, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও ছালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?’ (সূরা আল-মায়িদাহ : ৯০-৯১)। উক্ত আয়াতের بِالْجَوْرِ الصَّبَّانِ لَعِبٍ حَتَّى رَالْمَيْسِرِ مِنْ فَهُوَ الْقَمَارِ مِنْ شَيْءٍ كُلِّ, বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ‘প্রত্যেক বাজি জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। এমনকি শিশুদের হার-জিতের খেলাও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত।’[৭] অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

نَفَعِيهِمَا مِنْ أَكْبَرِ إِثْمِهِمَا وَاسْلِلْ مَنَافِعُ وَ كَبِيرٌ إِثْمٌ فِيهِمَا قُلِ الْمَيْسِرِ وَالْخَمْرِ عَنِ يَسْأَلُونَكَ

‘তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। (হে নবী!) আপনি বলুন, উভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্য উপকারিতাও রয়েছে। তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়’ (সূরা আল-বাক্বারাহ : ২১৯)।

হাদীছে এসেছে, সুলায়মান ইবনু বুরায়দা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পিতা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, لَحْمٍ فِي يَدِهِ صَبَغَ فَكَأْتُمَا بِالنَّزْدِشِيرِ لَعِبَ مَنْ, ‘যে পাশা খেলল, যে যেন তার হাত শুকরের গোশত ও রক্তে রঞ্জিত করে তুলল’।[৮] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, اللَّهُ عَصَى فَقَدْ بِالنَّزْدِ لَعِبَ مَنْ, ‘যে ব্যক্তি পাশা খেলল, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করল’।[৯]

পরিশেষে বলব, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদ-জুয়ায় আচ্ছন্ন একটা সমাজকে যে আদর্শ দিয়ে পরিবর্তন করেছিলেন, আজও সেই আদর্শ বাস্তবায়ন করা দরকার। কারণ আইন করে, অভিযান চালিয়ে, ধরপাকড় করে হয়তো সাময়িকভাবে কিছু সমাধান পাওয়া যাবে, কিন্তু স্থায়ী সমাধানের জন্য ফিরে আসতে হবে ইসলামের কাছেই। সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে ইসলামের আদর্শ বাস্তবায়ন করা ছাড়া আদর্শিক মুক্তি কল্পনাও করা যায় না। মহান আল্লাহ ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালকদেরকে ক্যাসিনো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অর্জন এবং এগুলো প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

* অধ্যয়নরত, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ।

তথ্যসূত্র :

- [১]. Gamloling in America: An Encyclopedia of History issues and Society. P. 43.
- [২]. ক্যাসিনো কি? ক্যাসিনোর ইতিহাস, ক্যাসিনোতে কি হয়? ‘পাঠক নিউজ’, চট্টগ্রাম, বৃহস্পতিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
- [৩]. Liminality and The Modern: Living Through the In-Between (Ashgate Publishing Ltd.), . P. 160.
- [৪]. ‘রাজধানীর ৬০ ক্যাসিনোতে প্রতিরাতে ১২০ কোটি টাকার লেনদেন’ ‘দৈনিক আমাদের কাগজ’, ঢাকা, বুধবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
- [৫]. দৈনিক প্রথম আলো, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯, পৃ. ১।
- [৬]. তাইসীরুল কুরআনিল আযীম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭৮।
- [৭]. আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল ‘আযীম (দারু ত্বাইয়েবা, ২য় সংস্করণ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৮।
- [৮]. ছহীহ মুসলিম, হা/২২৬০; আবু দাউদ, হা/৪৯৩৯; মিশকাত, হা/৪৫০০।
- [৯]. আবু দাউদ, হা/৪৯৩৮; মিশকাত, হা/৪৫০৫, সনদ হাসান।